Vol. 49 | No. 3 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবি ও রাজ : এক অধ্যায়

Volume	49
Issue	3
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Anisuzzaman
Published online	June 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v49i3(2).1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i3(2).1
Pages	০৯-১৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রবি ও রাজ : এক অধ্যায়

আনিসুজ্জামান*

Check for updates

জীবনস্মৃতিতে (১৯১২) রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) লিখেছিলেন :

> লর্ড কর্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্রবন্ধ[১] লিখিয়াছি — লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে[২]। তখনকার ইংরেজ গবর্মেন্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চৌদ্দপনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। টাইম্‌স্ পত্রেও কোনো পত্রলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্তাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই।[৩]

তবে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের কালে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সম্পর্কে শাসনকর্তারা আর উদাসীন থাকতে পারেননি।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ বেশি জড়িয়ে পড়েন জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের সঙ্গে, অবশ্য দুই আন্দোলনের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক হয়েছিল স্বল্পকালস্থায়ী। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-পরিচালিত জাতীয় বিদ্যালয়ের (বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল) প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০)। পারিবারিক সূত্রেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জানতেন। তিনি যখন ইংরেজি *Bande Mataram* পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন (১৯০৬), তখন রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটির প্রশংসা করেছিলেন। এই পত্রিকায় ১৯০৭ সালের ২৭ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত রচনা রাজদ্রোহমূলক বলে বিবেচিত হওয়ায় অরবিন্দের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। আদালতে আত্মসমর্পণ করে তিনি জামিনে মুক্তিলাভ করেন, তবে জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করেন। তাঁর উদ্দেশে এ-সময়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'নমস্কার' কবিতাটি [৭ ভাদ্র ১৩১৪/২৪ আগস্ট ১৯০৭] এবং তা *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩১৪) প্রকাশিত হয়।[৪] এর পরপরই শান্তিনিকেতনে গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা হানা দেয়। এ-বিষয়ে রাজলক্ষ্মী দেবীর লেখা চিত্তাকর্ষক একটি পত্র উদ্‌ধৃত করি।

রাজলক্ষ্মী দেবী ছিলেন কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর (১৮৭৪-১৯০২) পিসির সপত্নী। মৃণালিনী দেবীর অসুস্থাবস্থা থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের পরিবারভুক্ত ছিলেন এবং মৃণালিনীর মৃত্যুর পরে তাঁর তিন কনিষ্ঠ সন্তানের লালনপালনের ভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৮ ভাদ্র ১৩১৪ [৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৭] তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১) ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে (১৮৮৪-১৯২৬) এক পত্রে তিনি লেখেন :

> তোরা জানিস তো, রাজভক্ত বলে বাবার কোন কালেই ইংরেজ মহলে প্রতিপত্তি নেই, — 'বন্দেমাতরম্' কাগজের Editor অরবিন্দ ঘোষকে Prosecute করেছে, সে খবর তোরা

* এমেরিটাস অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অবশ্যই জানিস — বাবা সম্প্রতি অরবিন্দ ঘোষকে আশীর্বাদ করে একটা কবিতা লিখেছেন, কলকাতাময় সেটা ছড়িয়ে পড়েছে, — এই মাসের (ভাদ্র) বঙ্গদর্শনেও বার হয়েছে, — তাতে তিনি রাজভক্তির খুব পরিচয় দেননি, — কাজেই রাজপুরুষদের খর নজর বাবার উপর পড়েছে। কাল তাছাড়া [তার?] একটা উদাহরণ পাওয়া গেছে। হঠাৎ সকালে একটা লোক এসে হাজির, — অর্থাৎ কি না, — স্কুল দেখ্‌বো, — প্রথম থেকেই লোকটার উপর বাবার সন্দেহ হয়েছিল, — তিনি কোনগতিকে প্রথমে স্কুলের মাষ্টারদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করলেন, — কিন্তু সে কি তা শোনে, — ঘুরে ফিরে ক্রমাগত খোঁজ তল্লাস করতে লাগ্‌লো, আমাদের ছেলেরা লাঠি অভ্যেস করে কিনা, বন্দুক ধরে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের এখানকার ছেলেদের মধ্যে একটা Volunteer Band হয়েছে। ১২/১৪টি ছেলে নিয়ে, নানারকম কষ্টকর ও দুঃসাহসের কাজ তারা অভ্যেস্ করচে, — Bugle বাজিয়ে তাদের চালনা করা হয়ে থাকে, — Bugle-এর শব্দ শুনে লোকটার সন্দেহ আরো প্রবল হয়ে পড়েছিল, — শেষে স্কুলের Laboratory থেকে আরম্ভ করে ভাঁড়ার ঘর পর্য্যন্ত সকলি এক একটু উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে নিলো। দুপুরের আহারের পর অনেকক্ষণ ধরে বাবাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করেছিল, — ভাণ করতে লাগলো যে যেন আমাদের মত একটা বিদ্যালয় খাড়া করতে চায়, — সব ভিতরকার খবর যেন আমরা — তা'র কাছে খুলে বলি — বাবা আমাদের বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বেশ করে বুঝিয়ে দিলেন, কিন্তু সে মূর্খ তা বুঝবে কেন, — আমরা ছেলেদের লাঠিখেলা শেখাচ্ছি কিনা আর রাজবিদ্রোহসূচক কোন শিক্ষা ছাত্রদের দিচ্ছি কিনা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল সেই কথাই জান্‌বার চেষ্টা করতে লাগলো। ... সন্ধ্যের সময় যখন বাবা তাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বল্লেন, "মহাশয় চলুন আপনাকে আমাদের সব ঘরদুয়ার দেখাচ্ছি, — কোন ঘরেই কামান গোলা বারুদের সন্ধান পাবেন না" — তখন লোকটা থতমত খেয়ে এখান থেকে সন্ধ্যের পরেই চলে গেল, — বহু অনুরোধেও থাকলো না।

... আজ কদিন আগে আরো একজন ভদ্রলোক এসে দুতিন দিন এখানে ছিলেন, চুপচাপ থেকে সব দেখেশুনে গেছেন। কিন্তু ঐ লোকটা বড় বোকা তাই ধরা পড়ে গিয়েছিল।[৫]

কলকাতা থেকে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি ইনস্পেকটর জেনারেল এফ সি ডেলি ১৯০৯ সালের ২৭ জুলাই রবীন্দ্রনাথের গতিবিধির ওপর নজর রাখার নির্দেশ জারি করেন।

এর পরের ঘটনা ১৯১১ সালের।

জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করেননি। তিনি একা শুধু নন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও (১৮৪২-১৯২৫) তাঁর রিপন কলেজকে জাতীয় বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেননি। কেন তা করা হয়নি, সে-প্রশ্ন বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের বিবেচ্য নয়। এখানে যা প্রাসঙ্গিক, তা হলো এই যে, 'যাঁরা জাতীয় বিদ্যালয়ে ছেলেদের পাঠিয়ে সরকারের রোষভাজন হতে চাইছিলেন না, অথচ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়কেও বর্জন করতে চেয়েছেন, তাঁরা অনেকেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পুত্রদের প্রেরণ করেছেন।'[৬] ছাত্রসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হয় এবং ছাত্রদের বাসস্থানের জন্যে নতুন ব্যবস্থাও করতে হয়।[৭] নতুন শিক্ষকদের কারো কারো সম্পর্কে সরকার সন্দিগ্ধ ছিলেন। কালীমোহন ঘোষ (১৮৮২-১৯৪০) ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দেন ১৯০৮ সালে, তিনি স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন এবং উগ্রপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। নেপালচন্দ্র রায় (১৮৬৭-১৯৪৪) এলাহাবাদে স্বদেশি আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন,

এ-কারণে যুক্তপ্রদেশের গভর্নর তাঁকে অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অপসারণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্কুল-কর্তৃপক্ষ সে-নির্দেশ অমান্য করবেন বলে স্থির করেছিলেন, কিন্তু তাতে স্কুলের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় নেপালচন্দ্র নিজেই পদত্যাগ করেন ১৯০৯ সালে। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষক নিযুক্ত হন ১৯১০ সালে। *হুঙ্কার* (১৯০৮) নামে দেশাত্মবোধক গানের একটি বইয়ের রচয়িতা — খুলনার সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক — হীরালাল সেন (মৃত্যু ১৯১২) দেশদ্রোহিতার দায়ে গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। বইটির গোড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান দুটি সংকলিত হয়েছিল। রচয়িতার গৃহ তল্লাশির সময়ে তাঁর কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি পাওয়া যায়, বইটি উৎসর্গীকৃতও ছিল রবীন্দ্রনাথকে। হীরালাল সেনের বিরুদ্ধে মামলায় রবীন্দ্রনাথকেও নাকি আসামি করার কথা ভাবা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাবে সে-চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। বরঞ্চ রবীন্দ্রনাথকে সরকারপক্ষের প্রধান সাক্ষী করা হয়। ১৯০৮ সালের ৪ ডিসেম্বরে রবীন্দ্রনাথ ওই মামলায় খুলনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনস্টোনের আদালতে সাক্ষ্য দেন। তিনি নাকি বলেন, 'স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী তরুণের পক্ষে উত্তেজক কবিতা বা গান লেখা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। ওকালতি তাঁর পেশা নয়, সুতরাং কবিতা বা গান কী পরিমাণে উত্তেজক হলে সেটা আইনত দণ্ডনীয় হবে সেটা তাঁর জানা নেই।' আসামি দোষ স্বীকার করেন এবং তাঁর রচনার ভাষা আপত্তিকর হওয়ায় দুঃখপ্রকাশ করেন। বিচারে তাঁর ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। রায় হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন এবং বলেন, 'হীরালালের কারাবাসের ব্যবস্থা করে এলাম। মুক্তির পরে এখানে আসতে বলেছি।' কারামুক্তির পরে ১৯১০ সালে হীরালাল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক নিযুক্ত হন, তবে সরকারি চাপে ১৯১১ সালে তাঁকে শিক্ষকতা থেকে অব্যাহতি দিয়ে ঠাকুরবাড়ির জমিদারির কাজে বদলি করা হয়।[৮]

এমন অবস্থায় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক শার্প এক গোপন সার্কুলার জারি করে জানালেন যে, বোলপুরের শান্তিনিকেতন বা ব্রহ্মচর্যাশ্রম সরকারি কর্মচারীদের ছেলেদের শিক্ষার জন্যে একেবারেই অনুপযোগী, সুতরাং যেসব রাজকর্মচারী সেখানে সন্তান পাঠিয়েছেন, তাঁদেরকে সেখান থেকে পোষ্যদের প্রত্যাহার করতে এবং অনুরূপ যাঁরা সেখানে সন্তান পাঠাবার পরিকল্পনা করছেন তাঁদের সে পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বলতে হবে; এই সতর্কবাণীর পরেও যারা ওই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র রয়ে যাবে, তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ক্ষতি হতে পারে।

গোপন সার্কুলার গোপন রইল না। ক্ষুব্ধচিত্ত রবীন্দ্রনাথ ৩ নভেম্বর ১৯১১ তারিখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৬৫-১৯৪৩) লিখছেন :

> ... আমাদের বিদ্যালয়ের পরেও এতদিন পরে গোপনে রাজদণ্ডপাত হইয়াছে। হঠাৎ পূর্ব্ববঙ্গের রাজকর্ম্মচারীদের ছেলেরা বিদ্যালয় হইতে সরিতে আরম্ভ করিতেছে। এমন কি, টেলিগ্রাফযোগে তাহাদিগকে সরানো হইতেছে। আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমের উদ্দেশ্যের প্রতিই একান্তভাবে লক্ষ্য রাখিয়া আমি ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও বিদ্যালয়ে কোনো প্রকার অশান্তিকর আলোচনা ঘটিতে দিই না।[৯] বস্তুত আমি ছাত্রদের মন সেদিক হইতে একেবারে ফিরাইয়া দিয়াছি — সেজন্য আমাকে নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা

যাইতেছে ধর্ম্মপ্রচার হউক অথবা অন্য যে কোনো হিতকর্ম্মই হউক্ — কোনো কিছু গড়িয়া তুলিতে গেলেই দেশের রাজার নিকট হইতে বাধা পাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে মুখামুখি একটা বোঝাপড়ায় নামা যাইবে সে রাস্তাও বন্ধ — মেঘনাদের মত মেঘের মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া যখন রাজশক্তি অস্ত্রপাত করে তখন তাহার জবাব দিবারও যো নাই নিজেকে বাঁচাইবারও পথ বন্ধ। এই প্রকার ভীরু প্রণালীতে প্রজাদের সমস্ত হিতচেষ্টাকে দলন করিবার উদ্যোগের মত এমন হীনতা এবং দীনতা কি আছে। ইহাতে যে প্রজাকে শাসন করা হইতেছে রাজা তাহার চেয়েও নিজেকে নীচে আনিয়া ফেলিতেছে। গুপ্তচর বিদূষকের দল যেখানে রাজাকে কানে ধরিয়া চালাইতেছে সেখানে রাজ্যশাসনের সেই নিদারুণ প্রহসন কোন্ দানবীয় অট্টহাস্যে গিয়া সমাপ্ত হইবে!

যাহা হউক, দুই অসমপক্ষের এই অন্যায় লড়াই যতদিন চলিতে পারে চলুক্। দুঃখের মধ্য দিয়া পরাভবের মধ্য দিয়াও যিনি সারথি তিনি গম্যস্থানে লইয়া যাইবেন — ইতিমধ্যে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের যা কর্ত্তব্য তাহা করিব। হারিলেও ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে থাকিবেন — সেইখানে আমাদের জিত।

গবর্মেন্টের এই গুপ্ত ছুরির আঘাতে কি পরিমাণে আমাদের রক্তশোষণ করিতে পারে তাহা আর কিছুদিন গেলে বুঝিতে পারিব। কিন্তু এই অন্যায়ের ছুরির বাঁট নাই — যে আঘাত করে সে কখনই নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না।[১০]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় এ-বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ পেল মাসতিনেক পরে :

> The Bengalee has published what is alleged to be a circular issued by the Director of Public Instruction, E.B. and Assam, in which the Brahmavidyalaya at Santiniketan, Bolpur, is considered as "altogether unsuitable for the education of the sons of government servants". Government servants in that province are, therefore, asked, in threatening language, not to send their boys there, or, if already sent, to withdraw them thence; as the circular says that otherwise the future of the boys will be prejudicially affected. We had heard of the existence of such a circular, but cannot say whether it is the one now published. If it be, we unhesitatingly say that the Director has been grievously misled, and has sought to injure an institution which deserves wholehearted encouragement at the hands of all right-thinking persons. ... we say without reserve that the school at Santiniketan is the best we know of from the physical, moral and intellectual points of view. ...In one respect alone we have some doubt regarding the ideal character of the school, namely, the entire dissociation of its teachers and students from the political life of the country.[১১]

বিষয়টির পরিণতি কী ঘটেছিল, তা আর জানা যায় না, কেননা পরিস্থিতির দ্রুত বদল হয়েছিল। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বরে দিল্লিতে দরবার করে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন এবং পরের এপ্রিলে তা কার্যকর হয়।

এরপর পাশ্চাত্যদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথের দুটি সম্মানলাভ ঘটল : ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কারলাভ আর ১৯১৫ সালে ভারতসম্রাটের দেওয়া নাইট উপাধি। সম্মানের ডালা নিয়ে

১৯১৬ সালে তিনি গেলেন জাপানে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধবিরোধী তো নিশ্চয়, উপরন্তু জাতীয়তাবাদের সমালোচনায় মুখর। সেসব কথাই সেখানে বললেন, তবে তাঁর বক্তব্য কেউ পছন্দ করল না। অপরপক্ষে, তাঁর জাপান-সফর বিলেত ও ভারতের সরকারমহলে অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে ভারত-জাপান মৈত্রী যদি রাজনৈতিক অর্থাৎ ব্রিটিশবিরোধী রূপ নেয়, এটাই ছিল ভয়। দেখা যাচ্ছে, এই সফরের প্রাক্কালে ভারত সরকার কর্তৃক টোকিওতে নিজেদের দূতাবাসকে পাঠানো এক তারবার্তায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের — বিশেষ করে, সি এফ অ্যানড্রুজ (১৮৭১-১৯১০) — সম্পর্কে ('sentimental agitator') সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।[১২]

টোকিও ইমপিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন 'The Message of India to Japan' শিরোনামে। তাতে তিনি এশীয় সভ্যতার ঐক্যের কথা বলেন এবং তার আধ্যাত্মিক চরিত্রের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন; আধুনিক [অর্থাৎ পাশ্চাত্য] সভ্যতার রাজনৈতিক, যান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্য যে সেই আধ্যাত্মিক সভ্যতা ও মানবতার ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত, এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেন; এবং এই আশাবাদ প্রকাশ করেন যে, নবজাগ্রত এশিয়া থেকে মানুষের মুক্তি আসবে আর জাপান সেক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে। এতেই টোকিওতে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত জাপান সরকারকে এক বার্তা পাঠিয়ে মনে করিয়ে দিলেন যে, ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রী এখনো অটুট; ব্রিটেন ও জাপান যুদ্ধকালীন মিত্র; যুদ্ধবিরোধী এক ভারতীয় সম্মানাস্পদের প্রতি অতিরিক্ত বন্ধুত্বপ্রদর্শন উভয় দেশের সেই পারস্পরিক সুবিধাজনক সুসম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।[১৩]

টোকিওর ওই রাষ্ট্রদূতের কাছে লিখিত এক পত্রে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল (১৮৫৯-১৯২৬) রবীন্দ্রনাথকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। লন্ডন থেকে ভারত-সচিব এখন কারমাইকেলের কাছে জানতে চাইলেন, সদলবলে রবীন্দ্রনাথের ওই সফরের উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্পর্কে ভারত সরকারের সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও তিনি কী করে তার অনুমোদন দিতে পারলেন? আত্মপক্ষের সমর্থনে কারমাইকেল জানালেন, তিনি কেবল রবীন্দ্রনাথকে একটি পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছিলেন, তার বেশি কিছু করেননি।[১৪]

রবীন্দ্রনাথের এই জাপান-ভ্রমণের এক বা একাধিক উপসংহার আছে। জাপান-সফর শেষে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে বসবাসরত এক ভারতীয় বিপ্লবী ১৯১৭ সালে অ্যামসটার্ডামে তাঁর এক [জার্মান] সহযোগীকে এই মর্মে পত্র লেখেন যে, জাপান সরকার ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের যোগসাজশ আছে; তাঁদের পরামর্শেই রবীন্দ্রনাথ জাপানে আসেন এবং সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওকুমা (১৮৩৮-১৯২২), বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তেরোচি এবং কয়েকজন গৌণ আমলার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন; তেরোচির সাড়া ছিল অনুকূল, অন্যেরা সহানুভূতিশীল। চিঠিটা ধরা পড়ে যায় এবং পরের বছর সান ফ্রানসিসকোতে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশবিরোধী ষড়যন্ত্র মামলায় দলিল হিসেবে উপস্থাপিত হয়।[১৫]

বাংলার গভর্নরের সচিবের কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পারেন অ্যানড্রুজ, তিনি তা জানান রবীন্দ্রনাথকে। এই কাগজপত্রে নাকি প্রকাশ পায় যে, ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের

জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র সফল ঘটেছিল জার্মানির অর্থানুকূল্যে। ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ এই মিথ্যে গুজবের প্রতিবাদ করে পত্র পাঠান মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে (১৮৫৬-১৯২৪), তার প্রতিলিপি দেন ভাইসরয় লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে (১৮৬৮-১৯৩৩)।[১৬] তিনি কাউন্ট ওকুমাকেও চিঠি লেখেন এবং কাউন্ট তেরোচির সঙ্গে যে তাঁর কখনো সাক্ষাৎ হয়নি, এসব কথা বলেন। উইলসনের কাছ থেকে কোনো জবাব আসেনি, তবে কলকাতার মার্কিন কনসাল-জেনারেলের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতে গেলে তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করা হয় যে, মার্কিন জনগণ এসব অভিযোগে কান দেয়নি। ওকুমা এসব উড়ো কথার প্রতিবাদ করতেও স্বীকৃত হননি। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের আবার যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা ছিল। এসব গোলমালের ফলে সে-যাত্রার পরিকল্পনা বাতিল করা হয়।[১৭]

আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ-সময়ে ঘটে যায়। আগেরবার যুক্তরাষ্ট্র-ভ্রমণের শেষে *Nationalism* (১৯১৭) বইটি প্রেসিডেন্ট উইলসনকে উৎসর্গ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করে বার্তা পাঠান রবীন্দ্রনাথ। এ-সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব জানতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁকে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো সম্পর্ক রয়েছে, সুতরাং প্রেসিডেন্টের পক্ষে এটা গ্রহণ না করাই সমীচীন হবে। বইটিতে যেসব নীতির কথা বলা হয়েছে, সেসবের সঙ্গে পূর্ণ মতৈক্য সত্ত্বেও 'আন্তর্জাতিক বিবেচনায়' বইটির উৎসর্গ গ্রহণ করতে অপরাগতা জ্ঞাপন করেন উইলসন।[১৮]

১৯১৮ গড়িয়ে ১৯১৯এ পৌঁছলো। রাওলাট আইনের প্রতিক্রিয়ায় দেশব্যাপী প্রতিবাদ। ১৩ এপ্রিলে জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। সামরিক আইনের তাণ্ডবে খবর প্রকাশ পেতেই বহুদিন লেগে গেল। ২৯ মে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠেয় কর্মসূচি বাতিল করে রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন কলকাতায়। নাগরিক প্রতিবাদসভার প্রস্তাব করলেন, রাজনীতিকদের কাছ থেকে সাড়া পেলেন না। গান্ধিও (১৮৬৮-১৯৪৮) প্রতিবাদ করতে সম্মত হলেন না। ২৯ মে সারা রাত জেগে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখলেন ভাইসরয় চেম্‌সফোর্ডকে, ফিরিয়ে দিলেন সম্রাটের দেওয়া সার্ উপাধি :

> আমার যে-সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান-চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন সেই উপাধি পূর্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহার উদারচিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার পরম শ্রদ্ধা আছে। উপরে বিবৃত কারণবশত বড়ো দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সেই 'নাইট' পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।[১৮]

১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ বিলেত গেলেন। দেখা গেল, অনেকেই তাঁর সম্পর্কে উদাসীন। পত্রপত্রিকায়ও কিছু কটুকাটব্য ছাপা হলো। অক্‌সফোর্ডে তাঁর বক্তৃতাসভায় রাজকবি রবার্ট ব্রিজেসের (১৮৪৪-১৯৩০) সভাপতিত্ব করার বা বলবার কথা। তিনি এলেন না। রবীন্দ্রনাথকে যে-পত্র তিনি পাঠালেন, তা থেকে কারণটাও বোঝা গেল — ভারতে গোলযোগ

এবং রবীন্দ্রনাথের রাজসম্মান-ত্যাগ। ব্রিজেস একা নন, অনেক পুরোনো বন্ধুই এখন বিমুখ। রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন, ইংল্যান্ড ছেড়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় চলে যাবেন। পরে জানতে পারলেন, ব্রিটিশ সরকার গুপ্তচর লাগিয়ে দিয়েছে, সে-মহিলাও নাছোড়, কবির সঙ্গে তিনিও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় যাবেন। অতএব, ওই পরিকল্পনাও পরিত্যক্ত হলো।[২০] প্রথমে পশ্চিম ইউরোপ, তারপর আমেরিকা ও আবার পশ্চিম ইউরোপ হয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন। তার আগে অ্যানড্রুজকে এক পত্রে লিখলেন :

> সাম্প্রতিক ঘটনাবলী স্পষ্টই প্রমাণ করেছে যে, আমাদের সত্যকার মুক্তি রয়েছে আমাদের আপন হাতে; কোনো জাতিরই প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্ম্য কারও তাচ্ছিল্য-প্রণোদিত বা অবজ্ঞা-সঞ্জাত কার্পণ্যের মুষ্টিভিক্ষার উপর গ'ড়ে তোলা চলে না। আমাদের জাতীয় মুক্তির পথে বাধবিঘ্ন সৃষ্টিতেই যাদের আত্মস্বার্থসংরক্ষণের নির্দেশ, তাদেরই দয়ার উপর নির্ভর ক'রে জাতীয় সাধনার সুলভ সিদ্ধির সন্ধান; — তাছাড়া আর অন্য পথ নেই। অন্তর্নিহিত অমোঘ অমরাত্মার সক্রিয় শক্তি বিকাশেই সম্ভব হয় মানুষের শ্রেষ্ঠ বরলাভ; এবং সেই শক্তির উদ্বোধন হয় কেবলমাত্র বিপদ ও ক্ষতির উপেক্ষামূলেই।[২১]

তথ্যনির্দেশ

১. 'অত্যুক্তি' (১৩০৯), *ভারতবর্ষ*, "রবীন্দ্র-রচনাবলী" (পরে র-র), ৪ (সংস্করণ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৫৭) : ৪৪১-৫৫।

২. 'হিন্দুমেলায় উপহার' (১২৮১)। আংশিক উদ্‌ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, ১ (চতুর্থ সং; কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৭৭) : ৪৯-৫০।

৩. *জীবনস্মৃতি* (১৯১২), র-র ১৭ (পুনর্‌মুদ্রণ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬১) : ৩৪৯।

৪. এটি রবীন্দ্রনাথের কোনো কাব্যভুক্ত হয়নি, তবে *সঞ্চয়িতায়* (১৯৩১) সংকলিত হয়েছে।

৫. রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পত্র। প্রশান্তকুমার পাল এটি উদ্‌ধৃত করেছেন *রবিজীবনী*, পঞ্চম খণ্ডে (১৩৯৭; তৃতীয় মুদ্রণ; কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৪), পৃ ৩৭৬এ। তিনি বলেছেন, পত্রটি রথীন্দ্রনাথকে লেখা, কিন্তু আসলে তা রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্র উভয়কে লেখা। তাঁর সঙ্গে আমার পাঠের সামান্য অমিল আছে।

৬. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ৬ (কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৯) : ২৪৬।

৭. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ৫ : ৩৫২।

৮. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ৬ : ৩৪-৩৫।

৯. আশ্রমকে রাজনীতিমুক্ত রাখার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস সম্পর্কে সমকালীন সাক্ষ্য পাওয়া যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের তৎকালীন শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে ('রবীন্দ্র-স্মৃতি', *দেশ*, ২৩ শ্রাবণ ১৩৪৯) : 'মনে পড়ে একবার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখার অভিযোগ হয়, তাহাতে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ইংরেজের আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। আদালত অবমাননার অপরাধে বিপিনবাবুর কিছুকালের জন্য জেল হয়। কবি তখন আশ্রমে ছিলেন না। ঐ ঘটনার সংবাদ আশ্রমে পৌঁছিবামাত্র বিদ্যালয় ছুটি দেওয়া হইল এবং আমরা ছেলেদের লইয়া একটি মিছিল করিয়া মাদল বাজাইয়া স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে বোলপুর ও পার্শ্ববর্তী স্থানের অনেক স্থান ঘুরিয়া আসিলাম। রাস্তায় চলিতে চলিতে উত্তেজনার মাত্রা একটু চড়িয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারের খবর কবির কাছে যায়। তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আমাদের ডাকিয়া বলেন "উত্তেজনার জন্য কর্তব্য কাজে শিথিলতা করা মাৎলামির সামিল। এখানকার কাজের গুরুত্বকে তোমরা উপলব্ধি করো। আমি বলে রাখছি যদি গভর্নমেন্ট আমাকেও

কোনদিন জেলে দেয় তাহলেও তোমরা উত্তেজিত না হয়ে নিজেদের কর্তব্য কাজ করে যাবে।' — প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ৫ : ৪২এ উদ্‌ধৃত।

এই প্রসঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ কি তখন সত্যিই গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন?

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, ১২ (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৮৬) : ১৪-১৫।

১১. *The Modern Review*, February 1912, p 236.

১২. Stephen N. Hay, *Asian Ideas of East and West*/ Tagore and His Critics in Japan, China and India (Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1970), p 352.

১৩. *ঐ*, p 81।

১৪. *ঐ*, p 80।

১৫. *ঐ*, p 80।

১৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, ৩ (তৃতীয় সংস্করণ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৬১) : ৫৮০-০৯।

১৭. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ৭ (দ্বিতীয় মুদ্রণ; কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০৯) : ৩৪১-৪৩।

১৮. *ঐ*, পৃ ২৪৩-৪৪।

১৯. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, ৩ : ১৬। মূল ইংরেজির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ।

২০. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি* (সংস্করণ; কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৩৭৮), পৃ ৩৪-৩৯।

২১. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ৭ : ৪১।